যায়যায়দিন

তারিখ ... 6 APR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এবার শাবিপ্রবি উত্তপ্ত সেখানেও ছাত্রলীগ

সিলেট অফিস/শাহজালাল
বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। রবিবার ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ একই সময় কর্মসূচি পালনের সময় ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রক্টরিয়াল বডিসহ প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও দিনভর ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও ছাত্র ধর্মঘট পালন করেছে ছাত্রলীগের রাজু সমর্থিত গ্রুপ। এদিকে এমসি কলেজে অনার্স প্রথম বর্ষের সাক্ষাৎকার চলাকালে মেরিট লিস্ট ছিনিয়ে উত্তপ্ত : পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রোববার উত্তেজিত ছাত্রলীগ কর্মীদের থামানোর চেষ্টা করেন সহকারী প্রক্টর মো. ফারুক উদ্দিন —যায়যায়দিন

ছিলেন।

উত্তপ্ত : সেখানেও ছাত্রলীগ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে। এমসি কলেজ ছাত্রলীগ এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

গতকাল দুপুর ১টার দিকে শাবি ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান রাজুর ওপর হামলার বিচারসহ তিন দফা দাবিতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে রাজু গ্রুপ। মিছিলটি নেসক্যাফে চত্বর থেকে শুরু হয়ে পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে লাইব্রেরি ভবনের সামনে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে বক্তাদের বক্তব্য শেষ না হতেই বিশ্ববিদ্যালয় গেট থেকে মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে আরিফ-মলয় গ্রুপের নেতাকর্মীরা। মিছিলটি গোলচত্বরে এলে প্রশাসন তাদের অনুরোধ করে সামনে না যাওয়ার জন্য।

এদিকে রাজু সমর্থিত গ্রুপও সমাবেশ স্থগিত করে স্লোগান দিতে থাকে। দুই গ্রুপের পাল্টাপাল্টি মিছিলে ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এ সময় সবার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে দেখা যায়। এ সময় আরিফ-মলয় গ্রুপের নেতাকর্মীরা প্রশাসন বরাবর কয়েক দফা দাবির কথা উল্লেখ করে। তাদের দাবির মধ্যে রয়েছে– নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, নিরাপত্তা প্রদান করা, ফজলে রাব্বির ওপর হামলার বিচার এবং হল দখলদারিত্বের অবসান। এ ব্যাপারে প্রশাসন তাদের আশ্বাস দিলে তারা ক্যাম্পাস থেকে চলে যায়। পরিস্থিতি শান্ত রাখতে ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

আরিফ-মলয় গ্রুপের নেতা ফজলে রাব্বী বলেন, দখলদারমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চাই। প্রশাসন বরাবর আমরা নিরাপত্তা চাচ্ছি।

এদিকে সশস্ত্র বহিরাগতদের নিয়ে ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল করার পাঁয়তারা করছে ছাত্রলীগ নামধারী কিছু মাদকাসক্ত এবং সন্ত্রাসী– এমন অভিযোগ এনে রাজু সমর্থিত গ্রুপ গতকাল তাৎক্ষণিক দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয় এবং ক্যাম্পাসে দিনভর মিছিল করে। তারা আরো অভিযোগ করে, প্রক্টরিয়াল বডির একজন সদস্যের ইন্ধনে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের সহযোগিতায় শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে বহিষ্কৃত নেতা আরিফ-মলয় ক্যাম্পাসে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করছে। প্রক্টরিয়াল বডির ওই সদস্যের পদত্যাগ দাবি করেছে ছাত্রলীগের রাজু সমর্থিত গ্রুপ। ছাত্র ধর্মঘট পালন শেষে তারা তিন দফা দাবিতে প্রশাসনকে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেয়। দাবিগুলো হচ্ছে, বহিরাগত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মামলার ব্যবস্থা, ছাত্রলীগ নেতা রাজুর ওপর হামলার বিচার প্রক্রিয়ার সময় ঘোষণা এবং সব ছাত্রছাত্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। অন্যথায় ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়া হবে বলে জানায় তারা।

রাজু গ্রুপের নেতা সৌমিত্র সিংহ দাশ বলেন, ছাত্রলীগ নেতা রাজুসহ বিগত সাত বছরে সংঘটিত সব হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে ছাত্রলীগ শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করছিল। কিন্তু ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত নেতারা বহিরাগতদের নিয়ে ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল করতে চাইছে। তারা প্রশাসনের কাছে এর বিচার দাবি করেছেন বলে জানান।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সহকারী প্রক্টর মো. ফারুক উদ্দিন যায়যায়দিনকে বলেন, বহিরাগতদের নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ অপ্রত্যাশিত। পুলিশের সহযোগিতায় তারা সহিংস ঘটনা এড়াতে সক্ষম হয়েছেন এবং ক্যাম্পাস শান্ত রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে আলাপ করে সব ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানান।